আজকাল প্রায়ই পরিচিত জনের চলে যাবার খবর পাই। বার্ধক্য বা দীর্ঘ রোগ ভোগের পরে মৃত্যু সংবাদ পেলে অতটা বিচলিত বোধকরি না। কিন্তু অপরিণত বয়সে অকস্মাৎ কেউ মারা গেছেন শুনলে মুষড়ে পড়ি। নিজের ডাক আসার আশংকায় আনমনা হই।খন্দকার মোহাম্মদ ফারুকের মৃত্যু সংবাদ আমার কাছে অপ্রত্যাশীত এবং মর্মাহত হবার মত ঘটনা। চলে যাবার পরে সাধারনেরকাছে ফারুক কতটা প্রিয়জন ছিল, সেটা অনুভব করতে পারি। সে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) ছাত্র হলেও নিজস্বপরিমন্ডলের বাইরে এক বিশাল অঙ্গনে ব্যাপক জানাশোনা ছিল। ভিন্ন মতধারার তথা ভিন্ন রাজনৈতিক মতের অনুসারীদের মাঝেওতার সেই জনপ্রিয়তা বিস্তৃত ছিল।

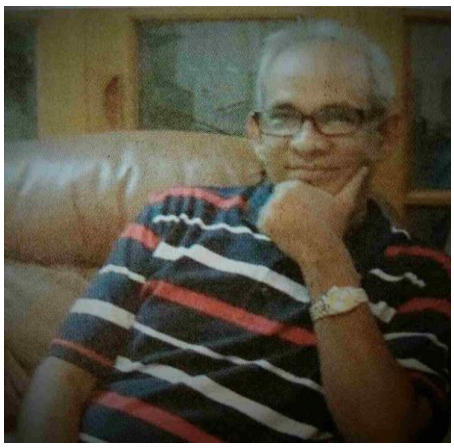

ফারুকের সাথে আমার প্রথম দেখা মধুর কেন্টিনে। মুক্তিযুদ্ধ উত্তর এক স্বপ্নসম্ভাবনাময় সময়ে। সেই সম্ভাবনাময়ের আলোকরশ্মিপনেরই আগস্ট এক ফুৎকারে মিলিয়ে গেল এবং আমরা এক অদ্ভূত আধাঁরে পতিত হলাম। ফারুক এবং আমাদের প্রজন্ম সেইস্বপ্নসম্ভাবনাময় সময়ের পরে অন্ধকারে ক্রান্তিকাল অতিক্রমের সংগ্রামে ছিলাম এক সাথে। পনেরই আগস্টে বঙ্গবন্ধুর মর্মান্তিকহত্যার পরে নেতৃবৃন্দ আত্মগোপনে। ছাত্র রাজনীতি বা জাতীয় রাজনৈতিক কার্যক্রম থেকে নিরাপদ দূরত্বে আছেন সবাই। দেশক্রমশ চলে যাচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার শত্রুদের দখলে। এমনি এক দুঃসময়ে এগিয়ে এসেছিল বেশ কিছু সাহসী তরুণ। তাদেরমাঝে ফারুক ছিল প্রথম সারিতে।

১৯৭৩-

৭৫ এ আমি ছিলাম ঢাকা নগর ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সাধারণ সম্পাদক। ফলে যে কোনমিছিল-মিটিং-আন্দোলন-

সংগ্রাম সংগঠনে কর্মীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা ছিল আমার দায়িত্ব। এই সময়ে ফারুক, সিলভিসহঅনেক নতুন মুখ সামনে এগিয়ে আসাতে আমরা বেশ উৎসাহ পাই।

লম্বা-

পাতলা গড়নের ছিপছিপে তরুণ, দেখতে শারীরিকভাবে দুর্বল দেখালেও সে ছিল নিরলস পরিশ্রমী এক শানিত কর্মী।সকালবেলা মধুতে ছিল আমাদের নিয়মিত বৈঠক, আবার বিকেলবেলা নেতৃস্থানীয় কর্মীদের নিয়ে পরামর্শ সভা। রাজপথের যে কোনলড়াকু কর্মসূচীতে ফারুক ছিল খুবই উৎসাহী এক কর্মী।

সেই সময়ে পরিস্থিতির চাহিদা বুঝে আমারা বেশ কিছু ঝটিকা-
জঙ্গীমিছিলের কর্মসূচী পালন করেছি যা নেতৃত্বহীন জনগণের মাঝে নতুন করে আশা জাগিয়েছিল। এই চরম ঝুঁকিপূর্ণ মিছিলগুলোতেপ্রথম বর্ষের ছাত্র হয়েও ফারুক ছিল মধ্যমনি। নিজেদের কর্মীদের পাশা পাশি ছাত্রলীগ কর্মীদের সক্রিয় করতে ওর ভূমিকা ছিল।ছাত্রলীগের অনেক নেতৃস্থানীয় সক্রিয় নেতা প নেরই আগস্টের পরে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তাদের কেউ কেউ আবার দেশছাড়লেন, কেউ কেউ যোগ দিলেন প্রতিপক্ষের সাথে।
পরিচয় হবার পরে জানতে পারি আমাদের সূর্য দা'(কর্ণেল), কামাল ভাই হলেন ফারুকের বড়ভাই। সূ র্য দা'ছিলেন আইয়ূব বিরোধীআন্দোলনের ভীষণ সাহসী এক সক্রিয় নেতা, লড়াকু কর্মীদের আইডল। উনসত্তরের উত্তাল দিনগুলোতে মধুতে গেলেই আমরাতাঁকে ঘিরে বসতাম। ওনার সাড়া জাগানো ক থাগুলো মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনতাম। ৭১ এর পরে তিনি সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। ১৫আগস্টের পরের এ কটা ঘটনা বেশ মনে পড়ে।
তখন ছাত্র-
জনতাকে জাগাতে ভ্যানে মাইক দিয়ে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শোনানো হতো। এটা করতে গিয়ে অনেকে গ্রে প্তার নির্যাতনেরশিকার হয়েছে। তো একদিন রিক্সায় এরকম ভাষণ বাজানোর সময়ে দেখি একটা সাম রিক টহল জীপ এলো, সূর্য দা কমব্যটইউনিফরম পরে বসে আছেন , তিনি জীপ থেকে নেমে এলেন - সবাই ভীত সন্ত্রস্থ। সবাইকে অবাক করে দিয়ে রিক্সাকে ঐ মোড়েএকঘন্টা অবস্থান করে ভাষণ বাজা তে হুকুম দিলেন এবং নিজে শুনতে চান বলে জানালেন। তখন সামরিক শাসন চলছিল, তাসত্বেও সূ র্য দা কৌশলে নিজের রাগ ঝাড়লেন এবং রাজপথে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ শুনিয়ে ছাত্র-
জনতাকে উদ্বুদ্ধ করলেন।তাঁর এই সাহসী পদক্ষেপ যেমন অবাক করেছিল তেমনি উৎসাহীত করেছি ল। ফারুকের অপর ভাই, অ্যাডভোকেট কামাল ভাইছিলেন ন্যাপ নেতা। ওনার সাথে স্বাধীনতার আ গে ন্যাপের রাজনৈতিক কর্মসূচীতে অংশ নিয়েছি। ফারুক ছিল এমনই একরাজনৈতিক পরিবারের সদ স্য।
ফারুকের সাথেও নানা বিষয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা আলাপ করেছি। পরামর্শ করেছি। এইসব আড্ডার স্থান ছিল পাবলিক লাইব্রেরী চত্বর।এটা জানতাম যে তার পরামর্শ আমাদের জন্য মূল্যবান। দীর্ঘ সময় এক স ঙ্গে কাজ করেছি। একই কমিটিতে আমরা কাজ করেছি।আমি যখন ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক তখন সহ সাধারণ সম্পাদক হিসাবে আমাকে দারুন সহযোগিতা করেছে। একটাজিনিস লক্ষ্য করেছি ফারুক সব সময় তৃণমূল পর্যায়ে কাজ করতে আগ্রহী ছিল। ফলে খুব সহজেই সে সাধারণ ছাত্রদের নে তা হয়েউঠেছিল। সকলের অফুরন্ত ভালবাসা পেয়েছিল। ফারুক এর লড়াকুপনার সাথে সাথে আরেক টি বৈশিষ্ট্য আমাকে মুগ্ধ করতো -

আর তা ছিল ওর সরল জীবনযাপন। যা তাকে অন্য সবার থেকে আলাদা করতও, যা ছিল অন্যদের চা ইতে ভিন্ন। তথাকথিত নেতাহয়ে অসৎ পথে অর্থ উপার্জ !

Kamrul Ahsan Khan.